তারিখ ... 29. 7. 83.
পৃষ্ঠা ... 5 কলাম ... 1 ...

দৈনিক বাংলা

057

কালোবাজারে পাঠ্যবই

সদরঘাটের ফুটপাতের একফালি ছবি ছাপা হয়েছে গতকালের দৈনিক বাংলার প্রথম পাতায়। আমাদের শিক্ষাঙ্গনে কত রকমের ঘটনা যে ঘটতে পারে তার একটা আভাস রাজধানী নগরীর সদরঘাটের এই ছবিতে ছবির মতই ফুটে উঠেছে। ছবিটা ফুটপাতের বাজারের। সাধারণ বাজার নয়—কালোবাজার। এবং যে-সে কালোবাজারও নয়—বইয়ের কালোবাজার।

প্রায় সব পণ্যই যখন একশ্রেণীর অসাধু লোকের কারসাজিতে কালোবাজারে বিক্রি হতে পারে তখন শুধু বই এরকমভাবে বিক্রি হতে পারে না, একথা আমরা বলি না। আমরা বললেও অসাধু ব্যবসায়ীদের এই তৎপরতা তারা বন্ধ করবে বলে মনে হয় না। আমরা শুধু বলি: আমাদের দেশে কালোবাজারি তো ব্যবসায়ীরা করেন বলে জানি। কিন্তু ব্যবসায়ীরা বিনামূল্যে বিতরণ করার জন্যে সরকারের সরবরাহ করা বই কোথায় পেলেন? দৈনিক বাংলার উল্লিখিত ছবিতে দেখা যাচ্ছে: সদরঘাটের ফুটপাতে প্রথম শ্রেণীর বাংলা বই—'আমার বই' বিক্রির জন্যে সাজিয়ে রাখা হয়েছে। বিনামূল্যের এই বই নাকি আট টাকায় বিক্রি হচ্ছে। দারুন লাভজনক ব্যবসা নিঃসন্দেহে।

বিনামূল্যের বই আট টাকায় বিক্রি করে কেউ কেউ নিশ্চয় ইতিমধ্যে দু'পয়সা করে নিয়েছেন; কেউ দু' পয়সা বানালে অবশ্য আমাদের আপত্তি করার কিছুই নেই। তবে এ ধরনের ব্যাপারের ফলে প্রাথমিক শিক্ষার অবস্থাটা কি দাঁড়াচ্ছে—এ প্রশ্নটা না তুলে পারা যায় না। প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার সরকারের শিক্ষানীতির অঙ্গ, তাকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্যেই বিনামূল্যে বই বিতরণ অন্যতম কর্মসূচী। শিক্ষা প্রসারের সাফল্যের জন্যে অবশ্য শুধু বিনামূল্যে বই বিতরণই যথেষ্ট নয়: কিন্তু বিনামূল্যে বই বিতরণ পদক্ষেপও যদি সফল না হয়, বই নিয়ে নানা ধরনের কারসাজি চলে, তাহলে সাফল্যের আশা আর কিভাবে এবং কতটুকুই করা যায়?

তবে এই কারসাজির জন্যে যারা দায়ী তাদের চিহ্নিত করা খুব কঠিন কাজ হবে না নিশ্চয়ই। তাদের চিহ্নিত করা প্রয়োজন। এমনিতেই শিক্ষাঙ্গনে ও শিক্ষার ক্ষেত্রে অনেক অন্তরায় আছে, বিশৃংখলা আর দুর্নীতিও আছে। এসব দূর করার কাজে সহায়তা না করে যারা এসব বাড়িয়ে তুলছেন তাদের শাস্তি হওয়া দরকার।

এসএসসির মার্কশীট

দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় কোন কোন ক্ষেত্রে অনিয়ম-অব্যবস্থা ও দীর্ঘসূত্রতা যে কোন পর্যায়ে পৌঁছেছে, তার আরেকটি প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে চলতি বছরের এসএসসি পরীক্ষার মার্কশীটের ব্যাপারে। পরীক্ষার ফল প্রকাশের এক মাস পরেও খোদ রাজধানী নগরী ঢাকারই অধিকাংশ বিদ্যালয়ে মার্কশীট পৌঁছেনি বলে পত্রিকান্তরের এক রিপোর্ট থেকে জানা গেছে। এর ফলে ছাত্রছাত্রীরা কলেজে ভর্তির আবেদনপত্র জমা দিতে পারছে না। ঢাকার ছাত্রছাত্রীদেরই যেখানে এই অবস্থা সেখানে মফস্বলের দশা কী, তা সহজেই অনুমান করা যায়।

পরীক্ষার্থীরা পরীক্ষায় পাস করেছে, মার্কশীটের জন্য অনেক আগেই প্রয়োজনীয় টাকা পরিশোধ করেছে। এরপর বোর্ড থেকে স্কুলে মার্কশীট না পৌঁছা এবং যে কারণে তাদের যে ভোগান্তি ও ক্ষতি হচ্ছে তার দায় বহন করবে কে? ফল প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেক স্কুলে মার্কশীট পাঠানো বোর্ডের আবশ্যিক কর্তব্য। এই দায়িত্ব পালনে বোর্ড এবার সচেতনতার পরিচয় দিতে পারেনি। যাক, ইতিমধ্যে অনেক দেরী হয়ে গেছে এবং আর যাতে দেরী না হয় বোর্ডকে সেই ব্যবস্থা নিতে হবে। নইলে বহু ছাত্রছাত্রী কলেজে ভর্তি হতে পারবে না। দেরীতে ভর্তির ফলে কলেজের ক্লাস শুরু হতেও দেরী হবে। এসব ক্ষতির কথা বিবেচনা করে বোর্ড কর্তৃপক্ষ জরুরী ভিত্তিতে স্কুলে স্কুলে মার্কশীট পাঠাতে উদ্যোগী হবেন—এটাই আমাদের প্রত্যাশা।